দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

11 NOV 1988
তারিখ
পৃষ্ঠা ... ৭ ... ২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা চাই

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের চাকরিবিধিতে কোন কোন ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার অভাবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশ অপরিবর্তিত না থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ভাগ্যে আজ বিভিন্ন অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। আমি এ বিষয়ে আমরা অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরলাম।

১। প্রশিক্ষণবিহীন একজন শিক্ষক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হলে তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির তারিখ, তার নিয়োগ প্রাপ্তির দিনটি হবে না। পেশাগত প্রশিক্ষণ নেয়ার পর যে দিন প্রশিক্ষণের ফল বের হলে, ঐদিনটি হবে? দেখা যায় যে কারো কারো সার্ভিস বুকে প্রথম নিয়োগের দিনটি ধরা হয় আবার কারো কারো সার্ভিস বুকে প্রশিক্ষণের ফল বের হওয়ার দিনটি ধরা হয়।

২। প্রচলিত বিধানমতে কোন সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পেলে তার স্কেল পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে উন্নীত হয়। এটা স্বাভাবিক। কারণ, পদোন্নতি বুঝলে আমরা কিছু আর্থিক উন্নতির কথাও বুঝি। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার যারা টাইম স্কেল পেয়ে সহকারী শিক্ষক হতে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন তাদের স্কেলের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। অর্থাৎ পদোন্নতি পেয়েও তারা একই স্কেলভুক্ত থেকে যাচ্ছেন। অন্যদিকে যারা টাইম স্কেল পাওয়ার আগেই প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হয়েছেন, তারা পদোন্নতির জন্য উচ্চতর স্কেল পেয়েছেন। অধিকন্তু তারা পদোন্নতির তারিখ হতে টাইম স্কেলও পাবেন। আর যারা টাইম স্কেল পেয়ে পদোন্নতি পেয়েছেন, তাদের স্কেল পরিবর্তিত হচ্ছে না। দেখা যায় যে, কোন শিক্ষক একটি সুবিধা অর্থাৎ শুধু টাইম স্কেল আর কোন শিক্ষক দু'টো সুবিধা অর্থাৎ পদোন্নতির জন্য উচ্চতর স্কেল এবং সাথে টাইম স্কেল পাচ্ছেন।

৩। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের আমলে ২৯-৬-৭০ ইং তারিখের এস, আই, ভি/৭৫৬ (২০০) এডুকেশন নং সার্কুলার বলে শুধু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষকগণ তাদের স্ব স্ব স্কেলে যথাক্রমে ২টি ও ৪টি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট পেতেন। তারপর নতুন বাংলাদেশে ১-৭-৭৩ তারিখ সরকারী চাকরিজীবীদের জন্য প্রথম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষিত হয়। উক্ত জাতীয় বেতন স্কেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাথমিক শিক্ষকগণের উক্ত অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তির ব্যবস্থাটি রদ হয়ে যায়। পর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ব্যাপারটি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে বুঝাতে চেষ্টা করেন এবং কর্তৃপক্ষও এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে ১-৭-৭৭ ইং তারিখ হতে আবার নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষকগণের স্ব স্ব স্কেলে যথাক্রমে ১টি ও ২টি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে ২৫।৫।৭৯ তারিখের এস, এফ (আই।ডি) ১-৩-৭৭/৫৬১ নং সার্কুলারটি দ্রষ্টব্য। তখন উক্ত অগ্রিম ইনক্রিমেন্টগুলো সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষকগণ ১-৭-৭৭ ইং তারিখ থেকেই পান। এখানে উল্লেখ্য, ১-৭-৭৭ তারিখের আগে যাঁরা অধিকর যোগ্যতা অর্জন করেছেন তারাও এ সুবিধা ১-৭-৭৭ তারিখ থেকে ভোগ করেছেন। পরবর্তী সময়ে উক্ত অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট সম্বন্ধে আর একটি আদেশ জারি হয়। উক্ত আদেশে যে যে সময় অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করেছেন সে সময় থেকেই উক্ত ইনক্রিমেন্ট পাবেন এবং শুধু একবারই ঐ ইনক্রিমেণ্ট পাবেন বলে উল্লেখ করা হয়।

৪। জারিকৃত ঐ আদেশটি বলবৎ থাকলে শিক্ষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যদি কোন শিক্ষক ১-৭-৭৭ তারিখের আগে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করেন তা হলে ১-৭-৭৩ ইং তারিখের প্রবর্তিত জাতীয় বেতন স্কেলে (২২০-৪২০) প্রথম ইনক্রিমেন্ট ৮ টাকা হারে যোগ্যতা ইনক্রিমেন্ট পাবেন। কিন্তু কথা হলো, তিনি আগেই ১-৭-৭৭ তারিখের বেতন স্কেলে অর্থাৎ (৩০০-৫৪০) স্কেলে ৮ টাকা হারে উক্ত ইনক্রিমেন্ট গ্রহণ করেছেন। এতে দেখা যায় তার অতিরিক্ত বেতন গৃহীত হয়েছে।

তারপর উক্ত অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রতিটি জাতীয় বেতন স্কেলে যুক্ত না হলে এর কোন কার্যকর ভূমিকা থাকবে না। যেমন ধরুন: একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতক ডিগ্রীধারী শিক্ষক বেতন পেতেন ১-৭-৭৩ তারিখের স্কেলে--২২০ (৮ ৮) ২৩৬টাঃ আর একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এস, এস, সি পাস শিক্ষক বেতন পেতেন ২২০ + (X + X) = ২২০ টাকা। পরবর্তীতে দেখা গেল ১-৭-৭৭ তারিখের বেতন স্কেলে উক্ত দু'জন শিক্ষকের বেতন ৩০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু হওয়া উচিত একজন ৩০০ + (১২ + ১২) = ৩২৪ টাকা আর একজন ৩০০ + (X + X = ৩০০ টাকা।

পেশাগত দক্ষতা যে কোন সেবার মাপকাঠি। আর এরই জন্য যে কোন পেশাজীবীর পেশাগত প্রশিক্ষণের ওপর একজনের যোগ্যতা নির্ণীত হয়। কাজেই আমরা মনে করি শুধু স্নাতক ডিগ্রীধারী একজন শিক্ষকের বেতন কোন সময়ই একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এস, এস, সি পাস ~~শিক্ষকের সমান হতে পারে না।~~

উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ অনতিবিলম্বে বিষয়গুলোর সুষ্ঠু এবং স্পষ্ট ব্যাখ্যাদানপূর্বক আদেশ জারি করে প্রাথমিক শিক্ষকগণকে নিশ্চিন্তে তাঁদের দায়িত্ব পালন করার বিহিত ব্যবস্থা করুন।

হিমাংশু নাহা
প্রধান শিক্ষক,
সরকার পাড়া সরকারী পৌর-প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ

207